দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার হাল

কুমারখালীর ১শ' ৮ জন শিক্ষক দশ বছর ধরে বেতন পাচ্ছে না

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২৩শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার প্রাথমিক শিক্ষার হাল দুর্দশার চরমে পৌঁছেছে। থানার ২৭টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একশ' আটজন শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর ধরে কোন বেতন ভাতা পাননি। শিক্ষার বিনিময়ে গম বরাদ্দের সুষ্ঠু নীতিমালা এখনও ক্রার্যকর হয়নি। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সাথে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান ও শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ লেগেই আছে।

৩০শে জানুয়ারি '৯৬ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় কুমারখালীতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ শিরোনামে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর অনিয়ম কিছুটা লাঘব হলেও এখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশিত নিয়মকানুন কার্যকরী হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশকে উপেক্ষা করে থানা নির্বাহী অফিসার ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে চেয়ারম্যানের মাধ্যমে গম বিতরণে অনিয়ম দেখা দিলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (সাধারণ)–এর দপ্তর হতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) স্বাক্ষরিত নির্দেশের মাধ্যমে গম বরাদ্দ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতির মাধ্যমে দেয়ার নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হয়নি। ফলে প্রতি কোটায় গম বরাদ্দকালে ইউপি চেয়ারম্যানকে প্রতি স্কুল থেকে তিনশ' কেজি করে গম দিতে হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১৫ কেজির কম করে গম দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রতি কোটার গম বরাদ্দকালীন সময়ে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ প্রত্যেক স্কুলকে তিনশ' টাকা এবং প্রতিটন গমের বহন খরচ বাবদ দু'শ' টাকা সরকার হতে বরাদ্দ হলেও চেয়ারম্যানরা সেটা দিচ্ছেন না বলে বেসরকারি শিক্ষা সমিতি নেতার নিকট হতে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উক্ত নেতা জানান, শিক্ষা অফিসে এই সমস্ত বিষয়ে অনেক অনিয়মই আছে, প্রতিবাদ করলে কর্মকর্তাদের বিরাগভাজন হতে হয় এবং পরে কাজকর্মে তারা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এদিকে থানার ৫১টি রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭টি বিদ্যালয়ের একশ' আটজন শিক্ষক ১০ বছর ধরে বেতন পান না।

সরকারের কাছে অনেক আবেদন করেও তাদের বেতন চালু হয়নি। ২৪টি স্কুলের মধ্যে ১৬টি স্কুলের ৪৮ জন শিক্ষক মাসে সাত শত পয়তাল্লিশ টাকা এবং ৫টি স্কুলের ২০ জন শিক্ষক মাসিক ছয়শ' একান্ন টাকা করে বেতন পান। সামান্য বেতনের কারণে শিক্ষকদের পড়াশোনার মান বেশ নিচে বলে জানালেন স্কুল পরিচালনা পরিষদের জনৈক কর্তা। বেতন পান না এমন স্কুলগুলোতে শিক্ষক আসেন পালাক্রমে। একদিন দু' জন ডিউটি করলে অন্য দু'জন পরদিন দায়িত্ব পালন করেন।

বিদ্যালয়ে ভর্তি ছাত্রের ৮৫ ভাগ উপস্থিতি দেখে ৪০ ভাগ ছেলেমেয়েকে গম দেয়ার কথা থাকলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতিরিক্ত ভুল তথ্যের মাধ্যমে বেশি বেশি গম উত্তোলন করে থাকেন বলে একটি সূত্র হতে জানা গেছে।

শিক্ষা অফিসের গড়িমসির কারণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও নিচে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষা অফিস হতে বেশ দূরে অবস্থিত স্কুলগুলোতে শিক্ষকরা যেমন স্কুল সময়ের অনেক পরে আসেন, তেমনি ছুটির সময়ের অনেক আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে দেন। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাছাড়া যথেষ্ট শিক্ষা উপকরণ এবং ছাত্রের তুলনায় শিক্ষকের অনুপাত অনেক কম বলে শিক্ষার মান বাড়ছে না বলে শিক্ষা অফিসসূত্রে জানা গেছে।